অংশীজনের সম্পৃক্ততার পরিকল্পনা
সারসংক্ষেপ

Resilient Infrastructure for Adaptation & Vulnerability Reduction (RIVER-P173312) প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের ১৪টি অধিক বন্যা প্রবণ জেলায় ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামীণ জনগণের বন্যা-সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ/সংস্কার এবং পদ্ধতি প্রবর্তনে অর্থায়ন করা।এই ১৪টি জেলা তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী (নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবন্ধা, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ), পদ্মা নদী (রাজবাড়ি, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর) এবং দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের সুরমা ও মেঘনা নদী (সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ) ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত এবং বাস্তবায়নযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছেঃ

ক) বন্যাপ্রবণ গ্রামগুলোতে স্থানীয় কম্যুনিটির ব্যবহার্য ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি, আশ্রয়কেন্দ্র ও কমিউনিটি ভিত্তিক বিভিন্ন সুবিধাদির বাস্তবায়ন/নির্মাণ এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

খ) কমুউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতির উন্নয়ন, যার অংশ হিসেবে আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা, উদ্ধার প্রক্রিয়া তথা দুর্যোগকালে জনগণকে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতি, সচেতনতা তৈরি/ বৃদ্ধিকরন, সাড়া প্রদানের সক্ষমতা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং অবস্থা পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া প্রকল্পটি গণপূর্ত কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কভিড-১৯ সৃষ্ট পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে কাজ করবে।

প্রকল্পে চারটি অংশ রয়েছে যা এলজিইডি বাস্তবায়ন করবে।এগুলো হচ্ছেঃ-

১) অংশ ১: বন্যা সহনশীল আশ্রয়কেন্দ্র এবং কমিউনিটি অবকাঠামো।

২) অংশ ২: দুর্যোগ প্রস্তুতি, সাড়া প্রদান এবং কৌশলগত সহায়তার সক্ষমতা জোরদারকরণ।

৩) অংশ ৩: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন ও তদারকী, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন

৪) অংশ ৪: আকস্মিক জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদান।

রিভার প্রকল্পের আওতায় অংশীজনের সম্পৃক্ততার পরিকল্পনা (Stakeholder Engagement Plan, SEP) অনুযায়ী এলজিইডি নির্দিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত থাকবে।এই অংশীজনদের প্রকল্প বাস্তবায়নের যে কোন পর্যায়ে চিহ্নিত করা হবে, যেখানে তাদের বিদ্যমান দক্ষতা, যোগাযোগ (network) ও লক্ষ্যসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে তাদের অবদান নিশ্চিত করা যায়।

এলজিইডি সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী এলাকায় কাজ করছে এবং আরটিআইপি, আরটিআইপি-২, SuPBR এবং WeCARE এর মতো বেশ কয়েকটি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। এলিজইডি এসব প্রকল্পে নিয়মিত ভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সম্পৃক্ততায় কাজ করছে।এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং প্রকল্পের সমগ্র সময়ব্যাপী ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ (PAP) এবং মহিলাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির (VGS) সাথে কাজ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। রিভারের প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে বেশি বন্যার ঝুঁকিতে থাকা জেলা সমূহে জেলা সদর, মিউনিসিপ্যালিটি, উপদ্রুত উপজেলা, ও ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় নির্বাচিত নের্তৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের সাথে ইতোমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যাতে স্থানীয় চাহিদার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, প্রকল্পের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি এবং স্থানীয় জনসাধারণ যাতে সবচেয়ে কম অসুবিধার সম্মুখীন হন, তা নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।পূর্বের প্রকল্পগুলো থেকে যে সকল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এলজিইডির রিভার প্রকল্পে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তা হচ্ছেঃ-

- প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের উর্দ্ধতন কর্মকতারা প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ (PAPs)-এর সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের প্রয়োজন ও উদ্বেগসমূহ সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন যাতে করে তাদের জীবিকা পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত দুর্দশা লাঘবে সচেষ্ট হওয়া যায়।
- এ প্রকল্প নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতি লক্ষ্য রেখে যখনই সম্ভব তাদেরকে যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং প্রকল্প ঠিকাদারদের এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য উৎসাহিত করা হবে।
- প্রকল্পের দৃশ্যমান সুফল সম্পর্কে সকলের অবগতির জন্য জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় এবং এলজিইডি কর্তৃক তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ (IEC)কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

- উপ-প্রকল্প প্রনয়নকালে বিশেষ করে বন্যা প্রবণ এলাকায় বিস্তৃত জেলা, উপজেলা, মিউনিসিপ্যালিটি, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ (DRCG) এর সাথে এলজিইডির কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন।

রিভার প্রকল্পের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে রয়েছে প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণি গোষ্ঠির জনগণ।যেমন: কৃষক, মাঝি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি যাদের জেলা, মিউনিসিপ্যালিটি, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন রয়েছে।এছাড়া আরও রয়েছে পেশাজীবী গোষ্ঠি যেমন: শিক্ষক, ছাত্র, স্কুল কমিটি, স্থানীয় ও আঞ্চলিক ঠিকাদারগণ, সরবরাহকারী, গণমাধ্যম, এনজিও, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু অধিকার গোষ্ঠি, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রতিনিধি (উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত), বিএনসিসি, স্কাউট এবং অন্যান্য পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠন। এছাড়া এলজিইডির একই প্রকার প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির তথা অংশীজনের মধ্যে আরো কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন, যেমন: স্বেচ্ছায় ভূমিদানের ফলে তৃতীয় পক্ষের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া ব্যক্তি, নির্মাণকালে অস্থায়ী ভিত্তিতে শ্রেণীকক্ষ, ঠিকাদার ও শ্রমিকদের জন্য ক্যাম্প, গুদামঘর নির্মাণে জমি প্রদানকারী ব্যক্তি, এবং যে সব বিদ্যালয়ে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে সেসকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যারা নির্মাণকাজের জন্য সাময়িক অসুবিধার সম্মুখীন হবেন (এ সকল বিষয়সমূহ পরিবেশগত ও সামাজিক নীতিমালা-৫ অনুযায়ী পরীবিক্ষণ করা হবে)।উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে অর্থাৎ নির্মাণ কাজের সময় কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, উপজেলা হাসপাতাল এবং ইউনিয়ন হেলথ ক্লিনিককেও সম্পৃক্ত করা হতে পারে। এ সকল মানদন্ড অনুযায়ী এলজিইডি অংশীজনের সম্পৃক্ততার বিষয়ে সাধারন নীতিমালা এবং একটি সহযোগিতামূলক কৌশলের রূপরেখা সন্নিবেশিত করে এই অংশীজনের সম্পৃক্ততার পরিকল্পনা (SEP, Stakeholder Engagement Plan) প্রস্তুত করেছে।প্রকল্পের আওতায় আশ্রয়কেন্দ্রের ডিজাইন, এবং নদীর ঘাট পুনর্বাসন ও মেরামত কাজ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিসহ স্থানীয় জনগণের সাথে অর্থপূর্ণ আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রকল্পটি এখনও প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে।দুর্যোগ সহনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ডিজাইন এবং সংযোগ সড়কের বিন্যাসরেখা এখনও চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।এ পর্যন্ত রিভারের প্রকল্প পরিচালক নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এবং তৃণমূল পর্যায়ে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছেন এবং এসবের ফলাফল সংযোগ সড়ক ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ডিজাইন ও পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন।যেহেতু প্রকল্পটি চলমান কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, সে কারনে শ্রমিক ও স্থানীয় জনগণের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কোভিড-১৯ স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ব্যক্তিগত উপস্থিতি সীমিত রেখেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ছোট ছোট ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা/অংশগ্রহণের সময় এলজিইডি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয়, বিশ্বব্যাংক ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই মেনে চলবে।SEP-এর অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি এবং কোভিড-১৯ পরিস্থিতিসহ ৫ নম্বর টেবিলে উল্লেখিত এবং প্যারা ৬ এ প্রদেয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততার মাত্রা নির্ধারিত ও পরিবর্তিত হবে।স্বশরীরে উপস্থিতির পরিবর্তে এলজিইডি গণশুনানী, আলোচনা এবং FGD আয়োজনকালে বিভিন্ন ধরণের ওয়েব ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে।তবে প্রকল্প সম্পর্কিত ব্রসিউর বা প্রকাশনা, প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইট, বিলবোর্ড এবং প্রচারপত্রের বিতরণ আগ্রহী অংশীজন ও প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে প্রকল্পের বিষয়ে অবহিত করতে ব্যাপক অবদান রাখবে।যেহেতু কোভিড-১৯ পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে তাই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বশরীরে প্রকল্প এলাকায় উপস্থিতি প্রকল্প বিষয়ক এবং অভিযোগ নিরসন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠির (PAPs) কাছে পৌঁছে দিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। স্থানীয় এনজিওসমূহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বার্তা স্থানীয় জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে ভূমিকা রাখতে পারে।প্রকল্পের অগ্রগতি, বিভিন্ন বৈঠকের সিদ্ধান্ত এবং অভিযোগ নিরসন বিষয়গুলোসহ অন্যান্য সকল বিষয় এলজিইডির ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হবে।